মনের ভাষা, ভাষার মন

নির্মলাংশু মুখোপাধ্যায়
দর্শন বিভাগ
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক ভাষাতত্ত্বের (linguistic theory) মোটামুটি গোড়া থেকেই মন ও ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মন ও ভাষার সম্পর্ককে দুদিক থেকে দেখা হবেঃ প্রথমে মনের দিক থেকে, পরে ভাষার। এই আলোচনার যে (অন্তত) *দুটি* দিক আছে, সেটা তুলে ধরাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য। দুটি বিষয়েই আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে অন্যত্র (যথাক্রমে মুখোপাধ্যায় ২০০০; ২০০৯ আর মুখোপাধ্যায় ২০০৩; ২০১০ প্রকাশিতব্য), তবে ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

১. মনের ভাষা

ভাষাতত্ত্বের এই পর্যায়ের জনক নোয়াম চমস্কি (১৯৫৫, ১৯৬৮, ১৯৭৫, ১৯৮০, ২০০০, ইত্যাদি) বরাবরই বলেন যে ভাষা হল মনের দর্পণ, ভাবনার বাহন (vehicle of thought)। ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক কাজ নিশ্চয়ই এক একটি ভাষা ধরে তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখা যে কী করে সেই ভাষাতে ধ্বনি ও অর্থের মিলন হচ্ছে। ভাষাতত্ত্বের এই কাজ তো খোদ পাণিনির সময় থেকেই হয়ে আসছে (গিলন ২০০৭)। কিন্তু যেটা প্রাথমিক কাজ সেটা প্রধান কাজ নাও হতে পারে, চমস্কির মতে। অর্থা, যেকোনও ভাষার বিস্তারিত বিবরণ একটি জানলা মাত্র; তার ভেতর উঁকি মেরে দেখতে হবে মনের চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে। এই কাজের জন্য বিশ্বের হাজার হাজার ভাষার বিবরণ হাতে না থাকলেও চলবে। যে কোনও একটি ভাষা -- যেমন, হিদাত্সা বা হিন্দি -- হলেও কাজ চলে যাবে যদি বিবরণটি যথেষ্ট গভীর (abstract) হয়। এই গভীর বিবরণ বলে দেবে মনুষ্যশিশুর মগজে কি আছে যার সাহায্যে একটি স্বাভাবিক (nonpathological) শিশু জন্মের কিছুদিন পর থেকেই আশ্চর্য গতিতে সামান্য কিছু ধ্বনি শুনেই উদ্দিষ্ট (target) ভাষাটির সম্যক চেহারা ধরতে পারে।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে গোটাকতক ভাষার বিবরণ হয়ে গেলেই ভাষাতত্ত্বের কাজ শেষ। কয়েকটি ভাষার গভীর বিবরণ থেকে শিশুর মগজের যে ছবি দাঁড়াল তা অন্য ভাষার -- অর্থা অন্য শিশুর --

ক্ষেত্রেও চলবে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার বিজ্ঞানের খাতিরে। প্রয়োজনে আগের ছবি বাতিল করে নতুন ছবি বানাতে হবে। এই কাজ, বলা বাহুল্য, চলছে -- চলতেই থাকবে, ভাষা থেকে ভাষান্তরে, বিশ্ব জুড়ে।

এভাবে না হয় মনুষ্যভাষার একটি অর্ন্তনিহিত রূপ পাওয়া গেল যা প্রতিটি ভাষার বাহ্যিক চেহারার পিছনে লুকিয়ে আছে। কিন্তু এটা এখনও স্পষ্ট নয় যে এই রূপের সঙ্গে মনের কী সম্পর্ক। ওপরে বলা হল যে ভাষাতত্ত্বের এই অভিনব অনুসন্ধানে শিশুর মগজের একটা ছবি পাওয়া যাবে। ধরে নিলাম, পাওয়া গেল। কিন্তু সেটা তো হবে মগজের একাংশের ছবি -- এক্ষেত্রে, ভাষার। মন? লক্ষ করতে হবে যে এটা আর ভাষাতত্ত্বের প্রশ্ন রইল না, বোধহয় বিজ্ঞানেরও নয়। ভাষার যে চেহারা দাঁড়ালো সেটা মনেরও চেহারা কিনা এই প্রশ্নে ভাষাতাত্ত্বিকের খুব একটা উৎসাহ থাকার কথা নয়; সেই অর্থে প্রশ্নটি দার্শনিক।

প্রশ্নটির সূত্র ধরে চমস্কি দর্শনের ইতিহাসে চলে যান। তিনি মনে করেন পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে একটা সময় ছিল যখন ভাষার চরিত্র বোঝার চেষ্টা করা হত মানুষের একটি বিশেষ শক্তিকে বোঝার জন্য, যাকে বলা হল "Cognoscitive Powers" (চমস্কি ১৯৬৬; ২০০০; হিনযেন ২০০৬)। বাংলা করা শক্ত, তবে কাজ চালানোর জন্য "মননশক্তি" চলতে পারে। এর মধ্যে পড়বে নানারকমের ক্ষমতা যারা কোনও না কোনওভাবে মনের সঙ্গে যুক্ত: জগত সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করা; সেই ধারণাসমষ্টি থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো; তার থেকে নানান কর্মের পরিকল্পনা করা; এইসব সিদ্ধান্ত আর কর্মের বিবরণ অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া, ইত্যাদি। চমস্কির মতে এই ইতিহাস মোটামুটি ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত থেকে শুরু করে, পোর-রোয়াইয়াল ব্যাকরণবাদীদের ছুঁয়ে, কান্ট হয়ে, হুম্বল্ট পর্যন্ত ব্যাপ্ত। একটু আলগা ভাবে দেখলে এই ইতিহাসকে পিছনে টেনে প্লেটো পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব (চমস্কি ১৯৮৬-তে মননশক্তিগত সমস্যাকে "প্লেটোর সমস্যা" বলা হয়েছে)।

যদিও একথা সবসময়ে স্পষ্ট করা হয় না, তবু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মনের এই ধারণাকে তুলে আনতে গিয়ে তাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে সচেতনভাবে ("শরীর" আর "দেহ"র মধ্যে যে ভাবনাগত পার্থক্য আছে তা নিয়ে আলোচনা করার জায়গা এখানে নেই; মনে হয় এই পার্থক্যকে আধার করে তথাকথিত মন-শরীর সমস্যার উৎকৃষ্ট আলোচনা সম্ভব যা ইংরেজির সাধ্যের বাইরে)। এই কারণেই মননশক্তির দার্শনিক ইতিহাস দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও -- যে ইতিহাসের কিছু বিবরণ ওপরে দেওয়া হয়েছে -- এই ট্র্যাডিশনকে "কার্টেসীয়" আখ্যা দেওয়া হয়; এর ভিত্তিতে যে ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয়, তাকে "কার্টেসীয় ভাষাতত্ত্ব" বলা হয় (চমস্কি ১৯৬৬)।

দেকার্তের দর্শনের একটি মূল সূত্র হল যে মননশক্তির আলোচনা একটি বিশেষ পদার্থ নিয়ে: মন। এই পদার্থ বহির্জগৎেক মুড়ে থাকা আর একটি পদার্থ থেকে -- শরীর থেকে -- সম্পূর্ণ আলাদা। বিশ্বকে বাধ্য হয়ে এইভাবে মূল দুভাগে ভাগ করতে হচ্ছে এই জন্য যে মননশক্তির চরিত্রকে শরীরের ধর্ম (laws) দিয়ে বোঝা যাবে না। চমস্কি (১৯৯৪, ৩৭) বলেন,

> Descartes held that mechanistic philosophy can be used to explain much of natural phenomena: all of the inorganic world, and much of the organic world, including everything about plants and animals and much of the functioning of humans, up to elements of sensation and perception.

ধরা যাক এই হল শরীরের (সম্পূর্ণ) বিবরণ যা "মেকানিকাল দর্শনের" সাধ্য। পরিবর্তে দেকার্ত বলেন যে মননশক্তির অন্তর্গত যে সব ক্ষমতা আছে -- ওপরে দেওয়া সূত্র দ্রষ্টব্য -- তার আলোচনা এই দর্শনের সাধ্যের বাইরে। বিশেষত, চমস্কির (১৯৬৬) মতে,

> Unbounded and stimulus-free use of 'signs' falls beyond the scope of mechanistic philosophy.

(আরও দেখুন, দেকার্ত ১৬৩৭; লাইবর ১৯৯১)। মননশক্তির প্রশ্নে এইভাবে চিহ্নের/ভাষার কথা এসে যায় শরীর থেকে দূরে সরে এসে।

এই আলোচনায় ভাষার কথা আরও এক দিক থেকে আসে। অন্যান্য সূক্ষ্ম যুক্তি ছাড়াও, শরীর আর মনের মূল বিভেদের সমর্থনে দেকার্তের প্রধান প্রমাণ মানুষ আর পশুর পার্থক্যে। দেকার্ত বলেন (চমস্কি ১৯৬৬, ৬-তে পাচ্ছি এই উদ্ধৃতি),

> All men, the most stupid and the most foolish, those even who are deprived of the organs of speech, make use of signs, whereas the brutes never do anything of the kind; which may be taken for the true distinction between man and brute.

তার মানে চিহ্ন-ব্যবহারের ক্ষমতা সরিয়ে নিলে, মানুষের অন্যান্য শারীরিক ক্ষমতাগুলোর বিবরণ "মেকানিকাল দর্শনের" আয়ত্তের মধ্যে পড়ে। এখানে "চিহ্ন-ব্যবহারের ক্ষমতা" বলতে কি বুঝব? মননশক্তির অন্তর্গত ক্ষমতা-সমষ্টির দিকে যদি তাকাই, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এর সবকটাই ভাষা-ব্যবহারের ক্ষমতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অর্থা, প্রত্যক্ষ, শ্রবণ ইত্যাদির সাহায্যে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক/সন্নিকর্ষ সম্ভব হলেও, তাতে জগতের "ধারণা" জন্মায় কি? শুধু সম্পর্ক দিয়ে কোনো "সিদ্ধান্তে" আসা যায়? কোনো কর্মের "পরিকল্পনা" উঠে আসে? ইত্যাদি। আফ্রিকার কালাহারি অঞ্চলের সান আদিবাসীদের সম্বন্ধে প্রিম্যাক ও প্রিম্যাক (২০০৩, ১২১) জানান যে সানরা সন্ধ্যাবেলায় তাদের সেদিনের শিকার নিয়ে আলোচনা করে:

> Hunter-gatherers hunt twice: once in the field and a second time around the campfire **...** chimpanzees, having caught a monkey and eaten it, simply digest their meal**.**

ভারতের এখনকার দার্শনিক বিজয় বড়ুয়া (২০০৭, ৯৭) বেশ বলেছেন:

> There is something suspicious in the idea that a creature could harbour thoughts of a certain sort, yet remains altogether incapable of expressing those thoughts. Particular thoughts might be inexpressible, and hence idle. Such thoughts may be *contingently* idle. But it is far from obvious that a creature might harbour thoughts that are, for that creature, *necessarily* idle**.**

এই প্রস্তাবে তাহলে মননশক্তির কেন্দ্রে ভাষা থাকছে। তার মানে এই নয় যে মননশক্তি ভাষা-সর্বস্ব। শুধু ভাষা থাকলে হবে না; ভাষা-*ব্যবহারের* জন্য আরো অনেক ক্ষমতার প্রয়োজন যাদের অনুপস্থিতিতে ভাষা-ব্যবহার ব্যর্থ হয়ে যায়। আধুনিক মন-মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানে (cognitive neuroscience) এর অনেক আশ্চর্য্য উদাহরণ পাওয়া যায়। একটি বহু-আলোচিত উদাহরণ দিই। গর্গান নামক ৭২ বছরের এক রোগীকে তাঁর হাসপাতালে আসার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন (গার্ডনার ১৯৭৫, ৬৮),

> Boy, I'm sweating, I'm awfully nervous, you know, once in a while I get caught up, I can't mention the tarripoi, a month ago, quite a little, I've done lot well, I impose a lot, while, on the other hand, you know what I mean, I have to run around, look it over, trebbing and all that sort of stuff.

প্রস্তাবটি তাহলে এই দাঁড়াল: মন হল সেই বিশিষ্ট পদার্থ যা সমস্ত মননশক্তির আধার; অন্যান্য অনেক জ্ঞানের সঙ্গে ভাষাজ্ঞানও তার মধ্যে পড়ে। সারাংশটা চমস্কির কাছেই (১৯৬৬, ২) শুনি:

> Descartes himself devoted little attention to language, (but) the Cartesian tradition on the whole offered a coherent and fruitful development of a body of ideas and conclusions regarding the nature of language in association with a certain theory of mind.

এই হল "মনের ভাষা", দেকার্তের মতে। চমস্কির সাম্প্রতিক লেখা না পড়লে বোঝা মুশকিল যে এই প্রস্তাবের অনেকটাই উনি মানেন না, যদিও দেকার্তকে "প্রথম মননবিষয়ক বিপ্লবের" (first cognitive revolution) জনক

বলে মনে করেন। চমস্কির প্রধান আপত্তি মনকে বিশিষ্ট পদার্থ হিসেবে মেনে নেওয়ায়। এই ব্যাপারে দেকার্ত-পরবর্তী প্রায় সব চিন্তাবিদই একমত, তবে চমস্কির যুক্তি আলাদা। ওঁর মতে প্রধান সমস্যা মন নিয়ে নয়, শরীর নিয়ে। যেমন আমরা দেখেছি, দেকার্ত শরীরকে বোঝেন "মেকানিকাল দর্শনের" সাহায্যে। চমস্কির (২০০১) মতে নিউটন-পরবর্তী বিজ্ঞান জানাচ্ছে যে এই দর্শনটাই ভুল:

> Developments in Newtonian science not only effectively destroyed the entire materialist, physicalist conception of the universe, but also the standards of intelligibility that were based on it.

তাই যদি হয় তাহলে আর শরীর সম্বন্ধে কার্টেসীয় ধারণার বৈজ্ঞানিক সমর্থন থাকবে না। তাহলে মনের বৈশিষ্ট্য কী – অন্য পদার্থের সঙ্গে কী তার তফাত -- সেটা বুঝব কী করে? সুতরাং মন হল জগতের অন্যান্য অংশের মতো একটি অংশ, আর তার অধ্যয়ন জগতের অন্যান্য অংশের অধ্যয়নের মতো; এতে কোনো বিশিষ্ট বা নতুন পদার্থের দেওয়াল খাড়া হয় না। চমস্কি (২০০০, ৭৫) বলেন,

> Certain phenomena, events, processes, and states are called "chemical", "mental", "optical" (etc.), but no metaphysical divide is suggested by that usage. These are just various aspects of the world that we select as a focus of attention for the purposes of inquiry and exposition.

এছাড়াও, দেকার্তের প্রস্তাবে আমাদের আপত্তির একটা জায়গা এই যে মননশক্তির সংগঠনে ভাষার যে কেন্দ্রিকতা আমরা উপলব্ধি করেছিলাম তা এই প্রস্তাবে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। দেকার্ত যেন মনের একটা বড় পরিধি বানিয়ে তার ভেতরে কোথাও একটা ভাষার জন্য জায়গা করে দিলেন; সেটা যে *কেন্দ্রস্থল* সেই ছবিটা স্পষ্ট রইল না। চমস্কির বক্তব্যে এবার মনটাকেও হারাতে বসেছি জগতের নিষ্প্রাণ অবয়বে। দুটো জায়গা মিলিয়ে ভাষার অধ্যয়নে যে সত্তার অনুভব হয়, তার কোনো বৈজ্ঞানিক সমর্থন থাকল না।

কিন্তু উপলব্ধিটা থেকেই যায়, যেমন বড়ুয়া বলেন। পরবর্তী গবেষণায় ছবিটা আরো পরিষ্কার হয়েছে মনে হয়। এখন আমরা জানি যে দেকার্ত খুব সম্ভবত মানুষ আর পশুর মধ্যে মননশক্তির বিচারে যতটা পার্থক্য দেখেছিলেন ততটা হয়ত সঠিক নয়। অনেক পশুর মধ্যে মননশক্তির অন্তর্গত নানান ক্ষমতা দেখা যায়: কার্য-কারণ সম্বন্ধ, সামাজিক স্তরভেদ, সত্য-অসত্যের পার্থক্য, নিম্ন-সংখ্যার ধারণা, হয়ত বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত (প্রিম্যাক ও প্রিম্যাক ২০০৩, হাউযের ইত্যাদি ২০০২, মুখোপাধ্যায় ২০০৯)। অথচ (খবরের কাগজের সংবাদ সরিয়ে রাখলে) ভাষাজ্ঞানের লেশমাত্র প্রকাশ কোথাও নেই মানুষের বাইরে। এমনকি যেসব ধারণার কথা এখানে বলা হল, মানুষের নিকটবর্তী জীব শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রেও তাদের ব্যাপ্তি খুবই কম; যেমন, অনেক চেষ্টা করেও তাদের ৯-এর বেশি গুনতে শেখানো যায় নি, দুই বা তিন স্তরের বেশি সামাজিক ক্রমের ধারণা করানো যায় নি, ইত্যাদি। সহজেই বোঝা যায় ভাষার সাহায্য ছাড়া এর বেশি এগোনো সম্ভব নয়।

চমস্কি ঠিকই বলেন, মানুষের মগজে ভাষার প্রবেশ যেন "গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড"। সমস্যা হল মন-সংক্রান্ত আলোচনায় এই ব্যাপারটা সঠিক স্থান পাচ্ছে না। এ পর্যন্ত এসে তাই ভাষা আর মনের সম্বন্ধকে অন্য দিক থেকে ভাবতে হবে।

২. ভাষার মন

নতুন কোনও প্রস্তাবের আরম্ভে তাহলে দুটি কথা মনে রেখে চলতে হবে। এক, মননশক্তির ধারণার কেন্দ্রে ভাষা থাকবে; দুই, ধারণাটি এমন হবে যাতে মানুষ ও পশুর পার্থক্য পরিষ্কার বজায় থাকে। অর্থা, দেকার্তের মতো পরিধি থেকে কেন্দ্রের সন্ধানে যেতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে না ফেলে কেন্দ্র থেকে পরিধির সন্ধানে সাবধানে এগোতে হবে। এর জন্য, বলাবাহুল্য, ভাষা আর ভাষা-ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য মেনে চলতে হবে, কারণ ভাষা-ব্যবহারের বিবরণ দিতে গিয়েই আমরা বিভিন্ন (পাশবিক) মননশক্তির জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তাহলে শুরুতে হাতে থাকছে ভাষামাত্র, আর কিছু না।

সমস্যা হল এইভাবে ভাবলে শুরুতেই গল্পটা শেষ হতে চলেছে, কারণ ভাষার বাইরে পা দিলেই ভাষা-ব্যবহারের জটিলতা এসে পড়বে -- যেদিকে আমরা আপাতত তাকাব না ঠিক করেছি। এর ফলে প্রস্তাবটি দাঁড়াবে টাকা-মাটি/মাটি-টাকার মতো: মনই ভাষা, ভাষাই মন। এটা কোনও সিদ্ধান্ত নয়, অবলম্বনহীন দাবি মাত্র (stipulation)।

এই জট থেকে বেরোনোর চেষ্টায় আরেকবার দেকার্তের দিকে তাকাই। লক্ষ করুন দেকার্ত যখন মানুষ আর পশুর প্রধান প্রভেদের কথা বলছেন তখন কিন্তু সরাসরি ভাষার কথা বলছেন না, চিহ্নের কথা বলছেন। এমনও নয় যে চিহ্ন বলতে দেকার্ত ভাষাই বোঝেন; তাঁর লেখায় "চিহ্ন" (sign) আর "ভাষা" (language) দুইই পাওয়া যায়। আরও দেখলাম যে, চমস্কির কথায়, দেকার্ত হয়ত ভাষার বিবরণে তেমন উৎসাহিত ছিলেন না, যেমন ছিলেন মনের। ধরা যাক এইসবের মানে হল যে দেকার্ত হয়ত একটি সাধারণ ধারণা চাইছিলেন যার জন্য "চিহ্নের" ব্যবহার; ভাষা হল এই ধারণার পরিচিত মূর্ত রূপ। এখানে জায়গা নেই, তবে দেকার্তের নানান লেখা থেকে এই প্রস্তাবের সমর্থনে অনেক উদাহরণ খুঁজে নেওয়া যায় (মুখোপাধ্যায় ২০০৯)।

তাই যদি হয়, তাহলে একটা নতুন -- আপাতত ঝাপসা -- দিগন্তের সম্ভাবনা ফুটে ওঠে। দেকার্ত যেন মানুষ আর পশুর পার্থক্য সন্ধানে ভাষা নয়, চিহ্নকে প্রাধান্য দিচ্ছেন মনের স্বরূপ বুঝতে। এই ছবিতে মনের পরিধি চিহ্ন-বেষ্টিত, কেন্দ্রস্থলে ভাষা। একথা চট করে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এমন ছবি সরাসরি দেকার্তের হওয়ার কথা নয়, কারণ উনি এও মানতেন যে পশুদের চেতনা নেই, চিন্তার ক্ষমতা নেই, ইত্যাদি।

সুতরাং এই সবই তাঁর মতে মনের আওতায় পড়ে। আমরা দেখলাম যে মনের এত ব্যাপক ছবি সঠিক নয়। তাই মনের বিজ্ঞান-সমর্থিত পরিধি আরও ছোট হওয়ার কথা। অথচ তা এত ছোটও হবে না যা ভাষাতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। ভাষা থেকে চিহ্নের উত্তরণে এই বন্ধন কাটানোর চেষ্টা। বলা বাহুল্য, ভাষার স্বরূপ থেকেই এই উত্তরণের রাস্তা খুঁজে নিতে হবে, ওপরের শর্তসমূহ মেনে চলার দায়িত্বে।

ভাষার স্বরূপ তাহলে কী? এইখানে ভাষাতত্ত্বের দুরূহ অধ্যয়নে প্রবেশ করতে হয়। অতি সংক্ষেপে বলা যায়, চমস্কি-পরিচালিত ভাষাতত্ত্বের অর্ধ শতাব্দীর অধ্যয়নে মনুষ্যভাষার একটা গভীর বিবরণ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে, প্রথমেই যেমন বলা হল। ভাষাতত্ত্বের এই পর্যায়কে বলা হচ্ছে "মিনিমালিস্ট প্রোগ্রাম" (চমস্কি ১৯৯৫)। এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী যেকোনও ভাষার মূলে আছে একটি সরল (simple) কম্পুটেশনাল সিস্টেম (সিএস)। সিএসের কাজ হল ভাষার শব্দ-সমষ্টির (lexicon) একটি অংশ (numeration) নিয়ে তার অন্তর্গত শব্দগুলো এক এক করে জুড়ে একটি জটিল বিন্যাস -- বাক্য বা বাক্যাংশ -- বানানো যা একটি বিশিষ্ট অর্থ নিয়ে ধ্বনিত হবে। শব্দ জোড়ার কাজটা করবে একটি অপারেশান যার নাম "মার্জ"; মার্জ যখন শব্দগুলোকে জুড়বে তখন তাকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করবে একগুচ্ছ নিয়ম (principle)। এদের বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলো একধরনের "প্রাকৃতিক" নিয়ম যারা কার্পণ্য (economy) মেনে চলে, যে ধরনের নিয়মের প্রভাবে জল কোনোরকম উষ্ণতা বাঁচিয়ে গড়ায়, অথবা চোখ/মুখের অবস্থান মস্তিষ্কের যথাসম্ভব কাছে। অর্থা, নিয়মগুলোর দায়িত্ব হল শব্দের বিন্যাসকে যত সহজে আর যত শীঘ্র সম্ভব অর্থ আর ধ্বনির সম্মেলনে পৌঁছে দেওয়া।

বলা বাহুল্য, এর মধ্যে শব্দ -- তার অর্থ ও ধ্বনি -- মনুষ্যভাষার অন্তর্গত। সুতরাং, শব্দসমষ্টি নিয়ে যে বিন্যাস হবে তাও মনুষ্যভাষার অংশ। সেই অর্থে শব্দবিন্যাস যেসব সিস্টেমে অর্থ আর ধ্বনির প্রয়োজনে পৌঁছয় সেগুলোও ভাষার অংশ। অন্যভাবে বললে, যেকোনও সিএসের কাজ হল ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে সংযোগ স্থাপনা করা; এক্ষেত্রে ইনপুট যেহেতু ভাষা-সম্পৃক্ত, আউটপুটও তাই হবে। ধরা যাক ছবিটা এরকমই। ব্যাপারটা এত সোজা নয়; ছবিটা ঠিক কীরকম সেটা বার করবার জন্য অনেক গবেষণা হচ্ছে (উরিয়াগেরেকা ২০০৮; মুখোপাধ্যায় ২০১০)। তবে আপাতত এই সরলীকৃত ছবিতেই আমাদের কাজ চলবে।

তা নাহয় হল। কিন্তু ইনপুট আর আউটপুটের মাঝখানে যে সিএসটা আছে, সেটাও কি ভাষা-সম্পৃক্ত? এর একমাত্র কাজ কি মনুষ্যভাষার শব্দবিন্যাসে সাহায্য করা? এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে ভাষার মূল চরিত্রের দিকে আর একবার অন্য দিক থেকে তাকিয়ে দেখা যাক। এ ব্যাপারে (প্রায়) সবাই একমত যে, সাধারণভাবে ভাষার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে যা মননশক্তির বাইরে – মানুষের হোক, পশুর হোক -- আর কোনও ক্ষমতার মধ্যে পাওয়া যায় না। এগুলো হল:

(ক) ভাষা একটি প্রকাশ-ব্যঞ্জক মাধ্যম (articulatory system) যার সাহায্যে শব্দের উচ্চারণে অর্থ ধরা পড়ে

(খ) যেকোনও ভাষার শব্দসমষ্টি সীমিত হলেও তার শব্দবিন্যাসের কোনও সীমা নেই, সংখ্যার সীমাহীন বিস্তৃতির মতো (discrete infinity)

(গ) ভাষার কাঠামোয় জগতের ভূমিকা কম (weak external control) যার জন্য ইতিহাস, ভবিষ্, এমনকি অবাস্তবেরও বর্ণনা সম্ভব

একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে এই তিনটি গুণ ভাষার বাইরেও আছে। যেমন, (খ)-য়ে সংখ্যার সীমাহীনতার কথা বলা হল। চমস্কি তো (১৯৮৮, ১৬৯) সোজাসুজি বলেই দেন --

> We might think of the human number faculty as essentially an 'abstraction' from human language,
>
> preserving the mechanism of discrete infinity and eliminating the other special features of language.

পাটিগণিত যে ভাষারই আরেক রূপ এ কথা সহজেই গ্রাহ্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মতামত বোধহয় এতটা স্পষ্ট নয়। সাধারণভাবে অনেকে সঙ্গীতকেও এক ধরনের ভাষা বললেও তার বৈজ্ঞানিক সমর্থন প্রয়োজন। প্রধান সমস্যা দুটি: সঙ্গীতের সীমাহীন বিস্তার আদৌ আছে কিনা, থাকলে তার চরিত্র কী, আর সঙ্গীতের অর্থবহনের ক্ষমতা কীরকম। প্রথম সমস্যাটি নিয়ে গভীর আলোচনা শুরু হয়েছে বেশ কিছু দিন হল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বেলায় এই অনুসন্ধান করেছেন লেরডাল ও জ্যাকেন্ডফ (১৯৮৩); কর্ণাটক সঙ্গীতে বিজয়কৃষ্ণানের (২০০৭) কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য আর হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের কোনও যৌথ চেহারা হয় কিনা তার আলোচনা আছে মুখোপাধ্যায় (২০১০) গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে। এই গ্রন্থে অর্থসংক্রান্ত সমস্যাটিরও খানিকটা আলোচনা আছে দার্শনিক উইটগেন্সটাইনের কিছু আশ্চর্য মন্তব্যকে ঘিরে।

ধরা যাক এইসব চেষ্টা মোটামুটি সফল হল (যার সম্ভাবনা ক্রমশই বাড়ছে)। আরও ধরা যাক ভাষার ক্ষেত্রে যে সিএসের বিবরণ পাই ঠিক সেই সিএস -- মার্জ ও কৃপণ নিয়ম-সমষ্টি -- দিয়েই সঙ্গীত আর পাটিগণিতের বিন্যাস-জটিলতারও ব্যাখ্যা করা গেল (মুখোপাধ্যায় ২০১০, পেসেটস্কি ২০০৭)। তার মানে এই দাঁড়াল যে ভাষার অধ্যয়নে যে সরল সিএসটির খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল, তাকেই আবার সঙ্গীত আর পাটিগণিতের বিশদ বিবরণে পাচ্ছি। ভাষা, সঙ্গীত আর পাটিগণিত সেই অর্থে চিহ্নের বিভিন্ন রূপ যারা প্রত্যেকেই (ক)-(গ)-য়ের চরিত্র মেনে চলে, আর তাদের অন্তরালে লুকিয়ে আছে প্রকৃতির এক নতুন দান যাকে আমরা সিএস বলেছি। এইভাবে ভাষা থেকে চিহ্নে উত্তরণ তো হল; মনের ঠিকানা পাওয়া গেল কী?

<u>রচনাপঞ্জী</u>

গার্ডনার, হা ১৯৭৫. *The Shattered Mind*. New York: Knopf.

গিলন, ব্রে ২০০৭. Panini's Astadhyayi and Linguistic Theory. *J Indian Philos* 35:445–468

চম্স্কি, নো ১৯৫৫. *The Logical Structure of Linguistic Theory*. Doctoral dissertation, University of Pennsylvania. Published under the same title in 1975. New York: Plenum Press.

চম্স্কি, নো ১৯৬৬. *Cartesian Linguistics*. New York: Harper and Row.

চম্স্কি, নো ১৯৬৮. *Language and Mind*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

চম্স্কি, নো ১৯৭৫. *Reflections on Language*. New York: Pantheon.

চম্স্কি, নো ১৯৮০. *Rules and Representations*. Oxford: Blackwell.

চম্স্কি, নো ১৯৮৬. *Knowledge of Language*. New York: Praeger.

চম্স্কি, নো ১৯৯৪. *Language and Thought*. London: Moyer Bell.

চম্স্কি, নো ১৯৯৫. *The Minimalist program*. Cambridge, MA: MIT Press.

চম্স্কি, নো ২০০০. *New Horizons in the Study of Language and Mind*. Cambridge: Cambridge University Press.

চম্স্কি, নো ২০০১. Language and the rest of the world. Bose Memorial Lecture in Philosophy, Delhi University, November 4.

দেকার্ত, রে ১৬৩৭; ১৬৪১. *Discours de la Methode* (1637); *Meditationes de Prima Philosophia* (1641). English Tr. F. E. Sutcliffe, *Discourse on Method* and *The Meditations*. Penguin Books, 1968.

পেসেটস্কি, ডে ২০০৭. Music syntax is language syntax. Ms. web.mit.edu/linguistics/people/faculty/pesetsky/Pesetsky_Cambridge_music_handout.pdf.

প্রিম্যাক, ডে ও আ প্রিম্যাক ২০০৩. *Original Intelligence*: *Unlocking the Mystery of Who We Are*. New Delhi: McGraw-Hill.

বড়ুয়া, বি ২০০৭. Language, Mind and Consciousness. *J. of ICPR*, 24.4:91-111

বিজয়কৃষ্ণান, ক ২০০৭. *The Grammar of Carnatic Music*. Berlin: Mouton de Gruyter.

মুখোপাধ্যায়, নি ২০০০. *The Cartesian Mind*: *Reflections on Language and Music*. Shimla: Indian Institute of Advanced Study.

মুখোপাধ্যায়, নি ২০০৩. Is C_{HL} linguistically specific? *Philosophical Psychology* 16(2): 289-308.

মুখোপাধ্যায়, নি ২০০৯. Doctrinal dualism. In P. Ghosh, ed., *Materialism and Immaterialism in India and Europe*, vol. 12: *Levels of Reality*, Part 5. New Delhi: Centre for Studies in Civilizations, Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture (PHISPC).

মুখোপাধ্যায়, নি ২০১০ (প্রকাশিতব্য). *The Primacy of Grammar*. Cambridge: The MIT Press.

লাইবর, জা ১৯৯১. *An Invitation to Cognitive Science*. Oxford: Basil Blackwell.

লেরডাল, ফ, ও রে জ্যাকেন্ডফ ১৯৮৩. *A Generative Theory of Tonal Music*. Cambridge, MA: MIT Press.

হাউযের মা, নো চম্স্কি, উই ফিচ ২০০২. The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve?. *Science* 298: 1569-1579.

হিনযেন, উ ২০০৬. *Mind Design and Minimal Syntax*. Oxford: Oxford University Press.

উরিয়াগেরেকা, হু ২০০৮. *Syntactic Anchors*. Cambridge: Cambridge University Press.